প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ব্যক্তিগত ডাইরীটা লিখতে গিয়েও নিতা লিখলো না, অনেকটা দৌড়ে চলে গেলো র্লানিং সেন্টার এ সেখান থেকেই কিছু কাগজ এনে লেখা শুরু করে ও । আজ বাতাস ছেড়েছে ভীষন,সাবওয়ে ধরার জন্য বাড়ি থেকে বের হবার পথেই মনে হচ্ছিলো যেনো উড়ে যাবে,বার বার মনে পড়ে শান্তিদেবের গলায় 'ঝড়া পাতা গো আমি তোমারই দলে ঝড়া পাতা" ।

নিতাদের কলেজে স্ট্রাইক চলছে,তবুও নিতা কলেজে । লম্বা লম্বা করিডোরের কোনায় কোনায় সুন্দর সুন্দর নিচু বেঞ্চ পাতা,চারিদিক সুনসান আর বাতাসের শব্দ । হু হু করে বাতাসের শব্দ উঠছে , ১৯৯৬ সালের সেই দুপুরেও বাতাস ছিলো ভীষন,জাহাংগীরনগরের লাল লাল ইটের দালানগুলো ,আটর্স ফ্যকাল্টী,জিওগ্রাফী ভবন, নিচু হয়ে আসা ক্যাফে আর মুক্তমঞ্চ সব কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠলো ?

নিতা-রা সেবার এম এ পরীক্ষা দিচ্ছে । ঘটনাটা খুব পরিকল্পনা করেই ঘটানো হয়েছিলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ছিলো যে কোন ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় হলে থাকতে হবে বিশেষ করে ঢাকা থেকে আসতে না পারার ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না ,আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলেই এমন সিদ্ধান্ত । ঠিক দুদিন পরে নিতাদের এম .এ র্কোসের **আরবান এন্থ্রপলোজি** পরীক্ষা, আজকের ঢাকায় কেয়ার সংস্থার একজন দামী এইচ আর (হিউম্যান রিসোর্স) কর্মকর্তা- প্রশান্ত ত্রিপুরা তখন সবে বিদেশ ফেরত শিক্ষক , তিনিই নিতাদের এই কোর্সের জন্য এসাইন । আগের দিন সকালে নিতারা হাজির হলো ক্যাফের সামনে ।

সেদিনের ক্যাম্পাস ও আজকের মতো ফাঁকা ছিলো,চারিদিকে বসন্তের বাতাস, কি অপরূপ প্রকৃতি । ক্লাসমেট অনান্যদের সাথে নিতাও একমত পরীক্ষা পেছাতে হবে, এবং কোনভাবে যদি এই তথ্য শিক্ষকদের কানে যায় তাহলে বন্ধুদের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে । সিলেটী ছেলে জুনেলকে হাই ফিবারের নামে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে , মেডিকেল রিপোর্ট ও অনান্য পেপারস সব রেডি , জুনেল হল ছেড়েছে সেই অনুষ্ঠানিক পত্র আনা হয়েছে হল প্রোভোষ্টের কাছ থেকে এবং কোনভাবেই যেনো শিক্ষকরা জুনেলকে যোগাযোগ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও পাকা করা হয়েছে ,এখন শুধু প্রশান্ত স্যারের কাছে যাবার প্রস্তুতি । স্যার কি কি জিগ্েসস করতে পারে , কি কি প্রশ্ন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে চুড়ান্ত রিহার্সেল চলছে । নীরব ক্যাম্পাসের এককোনায় বসে চা বানাচ্ছে পিচ্চি আসলাম । বন্ধুদের উদ্যমী আলোচনার মধ্যেই পিচ্চিকে চা সিগারেট দিতে বলে নিতা । তখনো সকাল সাড়ে এগারোটা, স্যার ডিপার্টমেন্টে আসবেন ১২ টায় । নিতাদের ক্লাসের ২৫ জনের ভিতর স্যারের সাথে দেখা করবে মাত্র ১০ জন আর বাকী তিনজন পরীক্ষা পেছানোর ব্যাপারে একমত না ,তবে তারা কোন বাগড়াও দেবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ওরা বলেছে যে কোন পরিস্থিতিতে মুখ খুলবে না । অনীক ক্লাসের সেরা ছাত্র , ওর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী । নিতাকে চুপ থাকতে দেখে অনীক বলে , "দ্যাখ নিতা তুই যদি কারো সাথে বেশী খাতির করতে গিয়ে এই ঘটনা বলিস তোর জান হারাম করে দেবো । " মার্কসবাদী ছেলে মুক্তা আর কুমকুম বেশ জটিল জটিল প্রশ্ন করে ব্যাপারটাকে ঝালিয়ে নিচ্ছে, কয়েকজনকে বলা হয়েছে স্যার প্রশ্ন না করলে কোন কথা বলবি না, অন্যদিকে আজকের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনকে সফল করার জন্য ঢাকা থেকে এসছে ব্যারেল তনীমা, গজায়মান কবি হালিম , প্রেমিক আরিফ(সব সময় একটা প্রেম প্রেম ভাব করে বলে ওর নাম দেয়া হয়েছে **প্রেমিক**) আর বিপ্লবী ছাত্রইউনিয়ন নেতা ও বাল্যবিবাহিত জনপ্রিয় বন্ধু সুমন । সব গোছগাছ শেষ, নিতা রা চেহারায় যথাসম্ভব গম্ভীর ভাব এনে রওনা হলো স্যারের রুমের দিকে । স্যার শিক্ষকদের লবিতে দাড়িয়ে জোরে কেবল একটা সিগারেট এ টান দিয়েছেন , নিতাদেরকে দুর থেকে দলবেধে আসতে দেখে স্যার বললেন , কি পরীক্ষা পেছাতে হবে, কি কি করতে হবে ঝটপট বলে ফেলো, আমি সোয়া একটার গাড়িতে ঢাকায় যাবো । নিতারা অনেকটাই যন্ত্রচালিত মেশিনের মতো স্যারের সাথে কাজ শেষ করে চলে আসে । সেদিনের ঘটনায় নিতার মনে হয়েছিলো **বাশের চেয়ে কঞ্চিও সময় সময় বড় হয় ।**

আজ প্রায় ১০ বছর পর সেন্টেনিয়াল কলেজের করিডোরে বসে নিতার মনে পড়ে যায় সেইদিনের স্মৃতি,মানুষের মনে অন্ধকোনের নিউরনে ঘুমিয়ে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভালোলাগার সেল,সময় সময় জীবনের অন্য কোন একই রকম ঘটনায় জেগে উঠে সেই ঘুমিয়ে থাকা নিউরোন , আজও নিতার কলেজে স্ট্রাইক চলছে , সারা অন্টারিওতে সব কলেজ শিক্ষক চাকরি সংক্রান্ত নানান বিষয়ে ধর্মঘট করছে আর নিতার মাথায় ঘুরছে এক কোর্সের চিন্তা,যদি সেদিনের প্রশান্ত ত্রিপুরার কোর্সের মতো ডোভার হেলির পরীক্ষাটাও কোনমতে পেছানো যেতো, সেন্টেনিয়াল কলেজের করিডোরে বসে বসে আরবান এন্থপোলজির কোর্সের মতোই জটিল মনে হয় হেলির সাইকোলজির চ্যাপ্টারগুলো,কোথায় সেই উদ্যমী বন্ধুরা,কোথায় সেই বসন্তের বাতাস,নিতার মনোযোগ বার বার বিছিন্ন হয়ে যায়, একমাত্র মানুষই বুঝি শুধু তার ফেলে আসা সময়কে এমন করে ফিরে পেতে চায় ।

লুনা শীরিন, টরোন্টো